তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৪

**উন্নয়ন প্রকল্পে চীনের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য চীনের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

আজ সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লী জিমিং (Li Jiming) সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুরাষ্ট্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে চীন সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করে যাচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক এ সহযোগিতা ও সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

চীনা রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, ‘রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে চীনের এক্সিম ব্যাংক প্রতিশ্রুত অর্থ দ্রুত ছাড়করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪ হাজার ৬২ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার দিবে এক হাজার ৭৪৯ কোটি টাকা এবং চীনের এক্সিম ব্যাংক দিবে ২ হাজার ৩১৩ কোটি টাকা। একইসাথে ঢাকা ওয়াসার বাস্তবায়নাধীন দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্পে সহযোগিতা করা হবে।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, অতিরিক্ত সচিব জহিরুল ইসলাম, রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতান আব্দুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮৩

**বর্তমানে নির্মাণ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে**

 **---পরিকল্পনামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, বর্তমানে স্থাপত্যবিদ্যার বিষয়ে জানার অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। আগে এ সুযোগটি ছিল না। নির্মাণ যে একটি শিল্প এখন মানুষ এটি বুঝতে পেরেছে। তিনি বলেন, বর্তমানে নির্মাণ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট (আইএবি) আয়োজিত “নির্মাণ মেলা-২০১৯” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ।

এম এ মান্নান বলেন, মেলার মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশের স্থাপত্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তৈরি হবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক । তিনি এ সময় মেলায় অংশ নেওয়া স্টলগুলো ঘুরে দেখেন।

উল্লেখ্য, এবারের মেলায় ২১টি দেশ অংশ নিয়েছে। আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এ মেলা।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আর্কিটেক্টস রিজিওনাল কাউন্সিল এশিয়ার (আর্কেশিয়া) প্রেসিডেন্ট রিটা সোহ, বিআইএবির সভাপতি জালাল আহমেদ, সাবেক সভাপতি মোবাশ্বের হোসেন প্রমুখ ।

#

শাহেদ/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০১৯/১৯১৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮২

**দৌলতদিয়া ঘাট এলাকার ভাঙনরোধে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

 দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকায় নদী ভাঙনরোধ, নদীতীর রক্ষা ও যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এক হাজার ১৩৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করেছে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নতুনভাবে আটটি ফেরিঘাট, দৌলতদিয়ায় ছয় কিলেমিটার এবং পাটুরিয়ায় দু’কিলেমিটার নদীতীর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ।

 আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার ভাঙ্গনকবলিত ঘাটসমূহ রক্ষার্থে অতিরিক্ত বরাদ্দ সংক্রান্ত বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

 ঘাটগুলো লো-ওয়াটার, মিড- ওয়াটার ও হাই-ওয়াটার লেভেলে স্থাপন করা হবে। আট কিলোমিটার নদীতীর রক্ষায় ৬৮০ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে। নদীতীর রক্ষার কাজটি পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ফেরিঘাট স্থাপনের কাজটি বিআইডব্লিউটিএ করবে। প্রকল্পটির অনুমোদন পাওয়ার পর ফেরিঘাট স্থাপন ও নদীতীর রক্ষার কাজ দ্রুত শুরু হবে।

 দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার ভাঙনকবলিত ঘাটসমূহের ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা) অনল চন্দ্র দাস কমিটির আহ্বায়ক, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মোতাহার হোসেন, আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস এবং বিআইডব্লিউটিএ’র প্রতিনিধি কমিটির সদস্য।

 বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ মোতাহার হোসেন, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব উল ইসলাম, রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগম, মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদৌস, পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএ’র সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮১

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ইউএসএইডের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমানের সাথে আজ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে ইউএসএইড মিশন পরিচালক Derrick Brown এর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্‌ কামাল ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ আকরাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

 সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, মিয়ানমার নাগরিক রোহিঙ্গাদের এ দেশে আশ্রয় দিয়ে সরকার যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে তা সারা বিশ্বে প্রশংসনীয়। ঘুর্ণিঝড় ফণি এবং গত বন্যার মতো দুর্যোগ সরকার সফলতার সাথে মোকাবিলা করায় প্রতিনিধিদল প্রশংসা করে ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাইক্লোন, বন্যা ও অগ্নিকাণ্ডের মতো যে কোন দুর্যোগ সরকার সফলতার সাথে মোকাবিলা করছে । আগামীতে ভূমিকম্পের মতো বড় থেকে মাঝারি মানের দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকার কাজ করছে । এ বিষয়ে জাপান সরকার ও জাইকার সহযোগিতা নেয়া হবে। রোহিঙ্গারা যাতে আত্মমর্যাদা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে তাঁদের নিজ দেশে ফিরতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে প্রতিমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

#

সেলিম/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০১৯/১৮০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৮০

চিলমারী বন্দরকে ‘পোর্ট অভ্ কল’ এর আওতায় আনতে আগ্রহ ভূটানের

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

 ভূটান বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী নৌ বন্দরকে ‘পোর্ট অভ্ কল’ এর আওতায় আনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 সফররত ভূটানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী লোকনাথ শর্মা (খড়শহধঃয ঝযধৎসধ) আজ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরীর সাথে সচিবালয়স্থ তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

 বাংলাদেশ ভূটানের এ আগ্রহকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে। চিলমারীকে ‘পোর্ট অভ্ কল’ ঘোষণা করা হলে নৌপথে ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরো প্রসারিত হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণে ভূটান থেকে আমদানি করা পাথর-সহ অন্যান্য পণ্য স্বল্পখরচ ও সময়ে দেশে এসে পৌঁছবে।

 ভূটান বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরকে ‘পোর্ট অভ্ কল’ হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে সড়কপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

 এ সময় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুস সামাদ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৯

**বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও জোরদার হবে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

 সম্প্রীতির পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
মোঃ তাজুল ইসলাম।

মন্ত্রী বলেন, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান এবং অবাধ যোগাযোগের মধ্য দিয়েই দুই দেশের  সম্প্রীতি অটুট রাখতে হবে।

সকালে রাজধানীতে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতি সংসদের  সম্মেলনে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

দু’দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মধ্যদিয়ে একটি সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্কের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ ।

সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধা মনোরঞ্জন ঘোষাল, ভারতের ত্রিপুরা বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রী রেবতি মোহন দাস, ত্রিপুরার কৃষি, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, ত্রিপুরার বিধান সভার বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা ও বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহমুদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা

Handout Number : 4178

**India fully supportive to resolve Rohingya problem**

Dhaka, 3 November:

 Indian External Affairs Minister Dr. S Jaishankar reiterated, India is supportive of Bangladesh’s efforts to resolve the Rohingya problem.

 In a recent letter written to Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen, Indian External Affairs Minister mentioned that the safe, speedy, and sustainable return of displaced persons to Myanmar is in the best interests of all concerned. This is also in the best interest of lasting regional security and stability, he added.

 Indian External Affairs Minister also expressed his deep admiration for Bangladesh in shouldering the burden of hosting around one million displaced persons from Rakhine State in Myanmar.

#

Tohidul/Anasuya/Dipkar/Asma/2019/1600 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৭

**পরিবেশবান্ধব নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতে স্থপতিদের এগিয়ে আসাতে স্পিকারের আহ্বান**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

 বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, নাগরিকদের জীবন মান উন্নয়নে স্থপতিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে নগরের ওপর চাপ বাড়ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল নাগরিক জীবনে পরিবেশ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থপতিদের উদ্ভাবনী সক্ষমতার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এসময় তিনি পরিবেশবান্ধব নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে স্থপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের আয়োজনে স্থপতিদের পাঁচ দিনব্যাপী মিলনমেলা ‘আর্কএশিয়া ২০ ফোরাম’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার এ কথা বলেন। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ‘আর্কিটেকচার ইন এ চেঞ্জিং ল্যান্ডস্কেপ’।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম ও আর্কএশিয়ার প্রেসিডেন্ট সিঙ্গাপুরের স্থপতি রিতা সো।

 স্পিকার বলেন, বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ‘গ্রাম হবে শহর’। গ্রামে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

 তিনি বলেন, বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ঢাকা শহরসহ সারা দেশে অসংখ্য নান্দনিক স্থাপনা রয়েছে। রয়েছে লুই আই কান নির্মিত অনন্য স্থাপত্য শৈলীর জাতীয় সংসদ ভবন—যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আইন প্রণয়ন বিভাগের স্থাপনা।

 এশিয়ার ২১টি দেশের স্থপতিদের শীর্ষ সংগঠন আর্কএশিয়া বা আর্কিটেক্ট রিজিওনাল কাউন্সিল এশিয়া। এশিয়ার ২১টি দেশের দুই শতাধিক প্রতিনিধি ছাড়াও প্রায় দেড় হাজার স্থপতি এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

 সম্মেলনের মূল আয়োজন হয়েছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। এর বাইরে মানিক মিয়া এভিনিউ, হাতিরঝিল, জিন্দা পার্ক এবং সোনারগাঁওয়ের ঐতিহাসিক পানাম নগরে সম্মেলনের বিভিন্ন আয়োজন থাকছে।

 এ আয়োজন ঘিরে ৩ থেকে ৫ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে নির্মাণ মেলার পাশাপাশি থাকবে আর্কএশিয়া ও আগা খান স্থাপত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ডিজাইনের প্রদর্শনী এবং সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি ও গ্রিন অ্যান্ড সাসটেইনেবল আর্কিটেকচার শীর্ষক প্রদর্শনী।

#

তারেক/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৬

**কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করতে হবে**

 **-** টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

ঢাকা**,** ১৮ কার্তিক **(৩** নভেম্বর**) :**

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে মানবসম্পদ। এই সম্পদকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমে জাপানসহ উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজারে তরুণ প্রজন্মের বিপুল ঘাটতি পূরণের বিশাল সুযোগ কাজে লাগানো সম্ভব। এই লক্ষ্যে কম্পিউটারসহ ডিজিটাল শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে মন্ত্রী বলেন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করতে হবে।

 মন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং বাংলাদেশ জাপান জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি (বিজেআইটি) এর যৌথ উদ্যোগে গতকাল শনিবার রাতে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী হ্যাকাথন প্রতিযোগিতা কোড স্যামুরাই ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত নওকি ইতো (Naoki Ito), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, জাপান বহুমুখী বাণিজ্য সংস্থা - জেট্রো এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ইউজি অ্যান্ডো (Yoji Ando) এবং বুয়েট এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ বক্তৃতা করেন। প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাপানিজ ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তি দুনিয়ায় গত এগারো বছরে বাংলাদেশের সফলতা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম দেশ যে দেশটির নামের আগে ডিজিটাল শব্দ সংযুক্ত করে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচি ঘোষণা করে পৃথিবীকে চমকে দেয়। এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি স্নাতকরা সারা পৃথিবীতে দক্ষতার সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮০টি দেশে আইটি পণ্য রপ্তানি করছে।

 প্রতিযোগিতায় ২৫টি স্বায়ত্বশাসিত পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৮৭টি দল প্রাথমিক বাছাই পর্বে আবেদন করেন এবং বাছাই পর্বের পর নির্বাচিত ৩৪ টি দল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে যা টানা ৩০ ঘন্টাব্যাপী চলে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল ডিইউ এক্সপুরি, দ্বিতীয় হয়েছে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের উিইউ স্প্রিংবুকস দল। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েট ম্যাঞ্জারো দল। মন্ত্রী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/দীপংকর/আসমা/২০১৯/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১৭৫

**টেকসই এসএমই খাতের বিকাশে কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখবে ইউনিডো**

**আবুধাবি,** ১৮ কার্তিক **(৩** নভেম্বর**) :**

 বাংলাদেশে টেকসই ও দক্ষ এসএমই খাতের বিকাশে জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাপরিচালক লি ইয়াং। তিনি বলেন, এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত ঐতিহাসিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তিনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচির প্রশংসা করেন। গুণগত শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে ইউনিডোর সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

 ইউনিডো’র ১৮তম সাধারণ সম্মেলন উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফররত শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বৈঠককালে তিনি এ কথা জানান। আবুধাবির এমিরেটস্ প্যালেস হোটেলে গতকাল এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভিয়েনায় অবস্থিত জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আবু জাফর উপস্থিত ছিলেন।

 বাংলাদেশে গুণগত শিল্পায়নে সহায়তার জন্য ইউনিডোর মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ইউনিডোর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়নের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। চামড়া শিল্পখাতকে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাত হিসেবে উল্লেখ করে তিনি পরিবেশবান্ধব চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ইউনিডোর কারিগরি সহায়তা কামনা করেন।

 এর আগে শিল্পমন্ত্রী এলডিসি’র আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ও উচ্চ প্রতিনিধি ফেকিটামোয়েলোয়া উটিকামানু এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটালেও বাংলাদেশ সব সময় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে। এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর সাথে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্পায়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে যৌথ প্রয়াস অব্যাহত রাখবে। তিনি এ অভিযাত্রায় জাতিসংঘ প্রযুক্তি ব্যাংকের সহায়তা কামনা করেন। উটিকামানু বলেন, বাংলাদেশ মডেল অনুসরণ করে এলডিসিভুক্ত অন্য দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে এগিয়ে যাবে।

 মন্ত্রী ঐদিন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মন্ত্রিপর্যায়ের ৮ম সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন এবং ‘ইনোভেশন ইন পার্টনারশিপস্ অ্যান্ড ফান্ড মোবিলাইজেশন’ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘ প্রযুক্তি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জোশুয়া ফোহো সেতিপা এর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০১৯/১৪৩০ ঘণ্টা